44

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রগুলো বন্ধের পথে

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ঃ দেশে গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রগুলো চালু থাকবে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কিছু কেন্দ্র খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। নতুন করে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা না হলে কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সমন্বিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারায় সাক্ষরতা লাভ করা ব্যক্তিদের অক্ষরজ্ঞান স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয়। পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পের মেয়াদ এ বছরের ১৫ জুন শেষ হয়েছে। একটি সূত্রে জানা গেছে। এ কেন্দ্রগুলো চালু রাখা যাবে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। একই সূত্র বলছে এ প্রকল্প (গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র) চলছিল বিদেশী অর্থানুকূল্যে। নতুন করে অর্থ প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করছে কেন্দ্রগুলোর ভবিষ্যত।

প্রথম পর্যায়ে দেশের ৩৮টি জেলার ৪৩টি থানার ৪শ' ৯টি গ্রামে এই গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ, জয়পুরহাট সদর, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর, পাবনার ঈশ্বরদী, দিনাজপুরের বিরল, রাজশাহীর তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ এই ৭ জেলার ৭ থানার ৭০টি গ্রামে কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৩শ' ২৬টি গ্রামে এই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দেশে মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭শ' ৩৫-এ। এ ই মিলন কেন্দ্রগুলোর প্রতিটিতে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা খেলার সামগ্রী ইত্যাদি রাখা হয়। যাতে করে সাক্ষরতা গ্রহণ করা ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রে এসে চর্চা ও বিনোদনের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান ধরে রাখতে পারে। একই সঙ্গে পড়ালেখার প্রতি আরও মনোযোগী হয়ে চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যায়।